অযাচিত।

চলেছিল পথে পথিক জনেক
বিশ্বদেবের মন্দিরে,
কাতরে ডাকিল ভিক্ষুক এক
ভিক্ষার কিছু তরে।
না শুনিয়া কথা চলিল পথিক
যথা আছে দেবালয়,
গিয়া তথা ত্বরা দেখে বিস্ময়ে
রঞ্জত আসন শূন্যময়।
ছুটিল পথিক র'হি ক্ষণতরে
আঁখি ছুটি হতে অশ্রুজল ঝরে
সখেদে ফুকারি,—কি করেছি আমি
পাইয়া তাঁহারে ঠেলিনু দূরে।

শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
দ্বিতীয় বার্ষিক, শ্রেণী "এ" শাখা।

স্মৃতি।

(পরলোকবাসীর উদ্দেশ্য)

কে আজ আমার আঁখি হ'তে ঘুমটি নিল কেড়ে
উঠল কেঁদে পরাণ আমার আজকে কাহার তরে ?
নীরব বীণায় আজকে আমার দিল কেরে তান ?
জাগল মনে স্মৃতিটি কার আকুল করা প্রাণ !

এই নিশীথে সবাই ঘুমায় জেগে শুধু আমি,
বইছে বাতাস ধীরে ধীরে ক্ষণেক থামি থামি,
কিসের তরে আঁখি জলে ভাস্‌ছে আসার বয়ান ?
জাগল মনে স্মৃতিটি কার ব্যাকুল করা প্রাণ।

উদাস ভাবে চেয়ে আমি আছি চাঁদের পানে,
ভাস্‌ছে কতই অতীত কথা আমার পরাণে,
হৃদয় মাঝে জাগ্‌ছে আমার স্বতঃই বিষাদ গান,
জাগল মনে স্মৃতিটি কার উদাস করা প্রাণ !

যদিও বিষাদ মধুর বড় স্মৃতিটি মোর কাছে,
এই স্মৃতিটি জাগে যেন নিত্য হৃদয় মাঝে
জাগিয়ে তোলে অতীত স্মৃতি অচিন্‌দেশের টান,
জাগল মনে স্মৃতিটি কার পাগল করা প্রাণ!

শ্রীজহরলাল ঘোষ।
দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী।
বিজ্ঞান বিভাগ।
"ডি" শাখা।

তোমারই

(মুলতান একতালা)

(প্রভু) তোমারই হাতে গড়া এই বীণা
(তুমি) নিজ হাতে বাঁধ সুর।
যত ধূলি তারে আপনার করে
যতনেতে কর দূর।
(আমি) ফেলে রেখে ছিনু আধারের মাঝে
(তাই) ভেঙে গেছে বীণা নাহি আর বাজে
আপনার করে
তুলে লও এরে
সুরে কর ভরপুর।
(আমি) বাজায়ে ছিলাম হয়ে আনমনা
(এ যে) তোমার যন্ত্র মনে তা ছিলনা
তাই এ বীণার
ছিঁড়ে গেছে তার
দর্প হয়েছে চুর।
(আমি) তুলে দিই পুনঃ তোমার ও করে
(তুমি) বাজাও হে নাথ পঞ্চম স্বরে
পুলকিত মনে
সুললিত তানে
অবসাদ করি দূর।

শ্রীতারাচরণ দাশ
প্রথম বার্ষিক শ্রেণী
বিজ্ঞান বিভাগ, "B" শাখা